কোথায় যাচ্ছেন, তারাপদবাবু

BANGLADARSHAN.COM

তারাপদ রায়

মনে আছে, কলকাতা

তোমার কি মনে আছে, কলকাতা,
আমার সেই সবুজ পাশপোর্ট সবুজ পাঞ্জাবি;
মূল শেয়ালদা স্টেশন
সেদিন সীমান্তের ট্রেন থেকে ভিজতে ভিজতে নেমে
জীবনে প্রথম জুতো পালিশওয়ালা দেখলাম।

সেদিন আমার রোমাঞ্চ, আমার স্বপ্নের শহর
জীবনে সেই প্রথম ট্রামগাড়ি সেই প্রথম ফাস্ট ক্লাস,
ফাস্ট ক্লাস কলকাতা,
তোমার প্রত্যেক বাড়ির ছাদে একটা ক'রে পোষা মেঘ
প্রত্যেক জানলায় আলো-অন্ধকারের রহস্যময়তা।

আমার সেই সবুজ জামা, ছেঁড়াতালি জুতো
সেই পায়ে পায়ে ঘোরার বিস্ময়
ভিখিরির সঙ্গে পাগল, পাগলের সঙ্গে মাতাল
রামধনুকের মতো দিগন্ত ছোঁয়া শোভাযাত্রা
চায়ের দোকানের ভিড় থেকে রাস্তায় অর্থহীন জটলা
দুপুরবেলা ঘূর্ণি হাওয়ায় শুকনো পাতা ছড়িয়ে পড়ে নিচে
রৌদ্রে বাঁকানো হাতির দাঁতের মতো ট্রাম-লাইন
কাউকে কোথাও পৌঁছে দেয় না।
মধ্যে-মধ্যে মনে হয়, আমি আর তোমার সীমানার মধ্যে নেই
আজ কোথাও নেই আমার সেই শহর
যেখানে দুই-ল্যাম্প-পোস্টের মধ্য দিয়ে লম্বা পেনাল্টি কিকে
কে যেন শূন্যে পাঠিয়ে দেয় চাঁদের ফুটবল
গ্যালারিতে অস্পষ্ট ছায়াচ্ছন্ন মানুষেরা চেঁচিয়ে ওঠে, 'গোল গোল'।

এই কুড়ি বছরেও তোমার সঙ্গে আমার কিছুই মিললো না,
আমার ছেঁড়া স্বপ্ন, আমার শত-ছিন্ন কবিতার টুকরো
ময়লা কাগজের ঝোলায় ভবঘুরেরা
কুড়ি বছর ধ'রে প্রতিদিন কুড়িয়ে নিয়েছে

BANGLADARSHAN.COM

নিক্তিতে ওজন ক'রে বিক্রি হ'য়ে গেছে
আমার স্বপ্নের শব্দগুলি।

একটিও রহস্যের জানালা কোথাও কেউ খুলে দিলো না
কোনো বাড়ির ছাদে মেঘের কাছাকাছি পৌঁছানো গেলো না
শুধু-শুধু জামার রঙ, জুতোর নম্বর বদলিয়ে গেলো।

BANGLADARSHAN.COM

মাথা নিচু ক’রে

আমি কারো কাছে
মধ্যে-মধ্যে মাথা নিচু ক’রে ব’সে থাকি।

ঠিক কার কাছে,
সে কি কোনো শ্রীমতী রমণী,
নোয়ানো চিবুকে যার বিকেলের ফিকে রোদ লেগে
কোনো অচেনা যার বিকেলের ফিকে রোদ লেগে
কোনো অচেনা ফলের মতো,
অথবা সে নেহাৎই কবিতা
পুরোনো সাজানো জালে
দু-একটি ছোটোখাটো রুপালি ইমেজ–
সেই মীন দেবতার পায়ে
মাঝে-মধ্যে চুপচাপ মাথা নিচু ক’রে ব’সে থাকি।

BANGLADARSHAN.COM

তুমি যদি পারো
একবার এসে দেখে যেয়ো
বাক্‌পটু, তোমারই উদ্ধত তারাপদ
কীরকম নম্র ম্লান, অবসন্ন
একেক সময় বশংবদ কার কাছে
মাথা নিচু ক’রে প’ড়ে থাকি।

নিজেই নিজের কাছে

এখন আমি নিজেই নিজের কাছে
দরখাস্ত পাঠিয়ে দিয়ে বলতে পারি, ‘হুজুর,
একটুখানি দাঁড়িয়ে যান, এই যে গাছে-গাছে
চাঁদ উঠেছে, ফুল ফুটেছে, একটুখানি সবুর।’

এখন আমি নিজেকে নিজে ডেকে
গাছে-গাছে চাঁদ দেখাতে পারি
বলতে পারি, ‘বলুন দেখি, এ কে,
এই যে লোকটা চাঁদনি গাছের করছে খবরদারি?’

‘আরে এ তো আপনি হুজুর, আপনি মানে আমি
আপনি আমি দুজন মিলে এখন,
রাম ও রহিম, রামি এবং বামি,
দুজন মিলে একাই দশজন।’

BANGLADARSHAN.COM

শেষ খলিফা

এতোদিন পরে আবার এই রাত বারোটায়,
কেউ যদি কাঁচা-ঘুম ভাঙিয়ে
কড়া নেড়ে কর্কশ গলায় ডাক দেয়,
বলে, ‘কই হে তারাপদ কী করছো,
ট্যাক্সির ভাড়া মেটাও,’
কিংবা, ‘চলো, যাবে নাকি আহিরীটোলায়।’

আমি আর বিরক্ত হবো না।
দু-চোখ কচলিয়ে, দু-হাত বাড়িয়ে দিয়ে
আমি বলবো, ‘স্বাগতম,
হে আরব্য রজনীর শেষ খলিফা।’

BANGLADARSHAN.COM

প্রেমপত্র

এখন তুমি বুঝি অবান্তর, যে-রকম অবান্তরতায়
প্রকৃতি, ঈশ্বর কিংবা বৃষ্টিপাত নিয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর
কম্পোজিটরের হাতে ঝাপসা, মরচে ধরে নীর, গগন, পবন,
গোলাপকানন, সখী, প্রিয়তম অশ্রুজল লোহার চিমটেতে।
তুমি আজ অবান্তর বাতিল এবং ত্যাজ্য; পদ্যলেখকের
জীবনে, কলমে, কোনোখানে, কোনো দর্শনে বা নৈশসমাহারে
রাত্রির মাতাল নৌকা ডুবে গেলে অন্ধকারে তোমাকে খুঁজি না।

প্রাচীন বটের নিচে খেয়াঘাটে ‘হায়, প্রিয়তমা প্রাণেশ্বরী!’
তরুণ মুহুরি ক্যাশবাকশো বন্ধ ক’রে চিঠি লেখে সারারাত
লণ্ঠন জ্বালিয়ে, আজো লেখে, যাও পাখি বলো তারে, যাও পাখি।

ওড়ে না তোমার পাখি, আসে না যায়ও না, এমন কি বারান্দায়
আখরোট দেরাজে লাল জরি বেঁধে আতর মাখিয়ে
শৌখিন খাঁচায়, ফুলবাগানে এমন আর কোথাও দেখি না।
নীল খাম উড়ে যায়, আতর গন্ধের ডানা জন্মান্তের দিকে
দরজায় চিঠির বাকশো সারারাত পাখির খাঁচার মতো দোলে।

BANGLADARSHAN.COM

ভ্রমণকাহিনী ১

শেষবার নামার আগে সমস্ত জিনিসপত্রগুলি
তালিকা মিলিয়ে নিতে হবে। এবার ভ্রমণকালে
প্রচুর সংগ্রহ হ'লো, মিনে-করা আগ্রার ফুলদানি,
জরির চপ্পল, দ্রুতগামী মেল ট্রেনে সচকিত
ভ্রূ-পল্লব, কী-কী ফেলে গেলে বাড়ি ফিরে দুঃখ হবে?

যে আমগাছের ছায়া সঙ্গে নিয়ে আসা অসম্ভব
তা-ও বুঝি অজানিত হোল্ড-অলে বাঁধা হয়েছিলো,
আমগাছের ছায়ার ওজন জানা নেই, তাই রেলে
বুকিং সম্ভব নয়, ভ্রূ-ভঙ্গির কুলি ভাড়া নেই।
মিলিয়ে নামাতে হবে বাড়ি ফিরে জরির চপ্পল,
ভ্রূ-পল্লব, আমের ছায়ার পাশে আগ্রার ফুলদানি।

BANGLADARSHAN.COM

জাহাজের বাঁশি

কোথায় যাচ্ছো? জাহাজ এখনো দেরি। সাড়ে
পাঁচটায় ছাড়বে, এখন দুটো। লাল চামড়ার সুটকেস,
ছড়ি-ছাতা, অতো ভারি মোটা বিছানা সঙ্গে নিয়ে এই
অবেলায় ডকের রৌদ্রে কেন একা-একা ব'সে থাকবে; একটু
থাকো। এই ভাঙা বাড়ি, অনেক পুরানো ঘর: কতোদিন পরে
ফিরবে কি ফিরবে না কিছু ঠিক নেই, এতো তাড়াতাড়ি কেন?

দ্যাখো, দেয়ালের ঐ ফটো, তুমি কবে মেলায়
বেড়াতে গিয়ে খুব শখ ক'রে তুলেছিলে, পাশে ফুলদানি
কবেকার কাগজের ফুল চিরদিনকার মতো তোমার
ছবির পাশে বেশ র'য়ে গেছে। চিরদিন কাকে বলে, চিরদিন
মানে কোনো জাহাজের বাঁশি, বিকেলের হলুদ
আকাশ!

অতো তাড়াতাড়ি নেই, অন্তত আরো একটু
দাঁড়াতে পারো।

BANGLADARSHAN.COM

মানস রায়চৌধুরীর মনস্তত্ত্বে

ডি ফিল প্রাপ্তি উপলক্ষে

কাল রাতে আমি এক বিশাল নদীর তটভূমে
আমি স্বপ্নে কাল রাতে তটভূমি বিশাল নদীর
অবিচ্ছিন্ন ধানখেতে যাত্রীহীন স্টিমার স্টেশন
একাকী বুকিং ক্লার্ক বিশাল নদীর তটভূমে
কারা পরপারে যাবে এই প্রত্যাশার অন্ধকারে
প্রট্রোম্যাক্স জ্বেলে বৃদ্ধ শকুনের মতো, কাল রাতে
কাল স্বপ্নে আমি এক বুকিং ক্লার্কের প্রসারিত
করতল বিশাল অতল নদী দীর্ঘ কালো জল
পেট্রোম্যাক্স থেকে আলো ঢেউয়ে-ঢেউয়ে ছিটকিয়ে ওঠে।

কখনো এমন নদী কোনোদিন কোথাও দেখিনি
আমার যে-সব নদী দেখা-শোনা সেখানে যাত্রীর
নৌকায়-নৌকায় পাল স্টিমারে ও লঞ্চে কানাকানি
ভিড় হৈ চৈ দ্রুতশ্বাস যাতায়াত আমার স্টেশনে।
কেন স্বপ্নে কেন আমি পরিত্যক্ত গঞ্জের জেটিতে
বুকিং ক্লার্কের সামনে একা-একা শিকারের মতো
কোন মনস্তত্ত্বে বশে, স্বর্গীয় ফ্রয়েড, মানস কি,
পারো নাকি কোনো ব্যাখ্যা দিতে? এই অতল নদীর
এই শূন্য তটভূমি আমি একা নির্জন জেটিতে।

BANGLADARSHAN.COM

তুমি কি ঝুলন্ত

তুমি কি ঝুলন্ত কোনো বারান্দায় ফুটে ওঠো প্রথম ফুলের
প্রথম বৃষ্টির জলে শরীর ভিজিয়ে বাড়ি ফেরো! চিরদিন
তোমাকে কেমন শুকনো দেখে আসছি, আমি অনুমান ক'রে আছি,
তোমার সিক্ততা খুব লোভনীয়, রিলিফ ম্যাপের অকপট।
হাতে টাকা-পয়সা থাকলে একসঙ্গে অণু-দূরবীক্ষণ যন্ত্রের
অর্ডার দিতাম কোনো সাহেবি দোকানে; একাধিক চিত্রকর,
ভাস্কর ও শল্যচিকিৎসক ধ'রে-বেঁধে এনে বসিয়ে দিতাম
ঐ শরীরের কাছে। সাহেবদের বর্ণনার তাজমহলের
মতো বুক, তুমি কার যুগ্ম স্মৃতিসৌধ এতো যত্নসহকারে
শরীরে লালন করছো? বৃষ্টি হ'লে ভালো ক'রে একবার দেখতে চাই আমি
প্রস্তর ফলক কিছু চোখে পড়ে কিনা, কোনো শিলালিপি মর্মর ট্যাবলেট!

BANGLADARSHAN.COM

আদিগন্ত

দেখা হ'লে
ভালো হয়, না দেখা হ'লেও দলে-বলে
মোটামুটি কেটে যায়
যে-রকম মেঘ কাটে, বর্ষা চ'লে যায়
শীত আসে
যে-রকম শীতের বাতাসে
ধার ক্রমে ক'মে যায়, বসন্তের উত্তাপ হারায়।

তোমাকে হারাই আজো, নিশিদিন ব'য়ে যাই দূরে
এতো কাছে কে কবে থেকেছে? ঘুরে-ঘুরে
বৃষ্টি আসে, মেঘ কেটে যায়।
শিমুল তুলোর সাথে বসন্ত বাতাসে
শুভ্র হতে শুভ্রতর তোমার স্মৃতির ঢেউ দিগন্তে হারায়।

BANGLADARSHAN.COM

তখনো স্বপ্নের

তখনো স্বপ্নের দিকে যাতায়াত ছিলো
তখনো স্বপ্নের মেঘে জল হ'তো; ঘুমে একাকার
ভিজে জেগে উঠে স্বপ্ন, তখনো স্বপ্নের দিকে যাতায়াত ছিলো।

তখনো অর্থাৎ গতকাল, অর্থাৎ অনেকদিন আগে
স্বপ্নে বিহ্বলতা ছিলো; আমি কোন হঠাৎ বৃষ্টিতে
বাঁয়ে-ডাইনে চতুর্দিকে কেবল লেডিস-ছাতা দেখে
আমার প্রমাণ ছাতা খুলতে গিয়ে দেখেছি কোথাও,
কোথাও এমন কোনো শূন্যতা ছিলো না
যেখানে ছাতার বৃত্ত, যেখানে আশ্রয় মেলা যায়।

আমি এক মহিলাসদনে, বারবার ভিজিটর্স বুকে
কার নাম লিখতে গিয়ে, কার কাছে প্রয়োজন সমস্ত ঘুলিয়ে
খুবই অপমান হ'য়ে বাসায় ফিরেছি।

BANGLADARSHAN.COM

বিশেষ সান্ত্বনা এই, তখনো স্বপ্নের দিকে যাতায়াত ছিলো
তখনো স্বপ্নের মেঘে জল ছিলো, ভীষণ বৃষ্টিতে
মহিলাসদনে কারা যেন ডেকে এনে ভিতরে বসাতো।
স্বপ্নের ভিতরে আজ বৃষ্টি আর নামে না তেমন,
গার্লস বোর্ডিং-এর বাড়ি জেলখানার খুব কাছে চ'লে গেছে কবে;
স্বপ্নে, ভ্রমে, জাগরণে আজ আর মাতাল, পাগল, মূর্খ ছাড়া
কে যাবে সেখানে?
কে যাবে স্বপ্নের দিকে, অদৃশ্য বৃষ্টিতে ভেজা আজ অসম্ভব;
তাছাড়া ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট এসে
মহিলাসদন, রাস্তা, বাড়ি-ঘর গুঁড়িয়ে দিয়েছে।

অথচ অনেকদিন আগে
অর্থাৎ এই তো গতকাল
অর্থাৎ তখনো
তখনো স্বপ্নের দিকে যাতায়াত ছিলো।

আমার বিষয়টা

এখানে জমি-জমার কথাই বেশি,
এখানে খাজনা ও ক্ষতিপূরণ,
কিছু বকেয়া দাবি ও ভুল হিসেব।
মাঝে-মধ্যে মেঠো মানুষ
ধুলো-ভরা হাঁটুর উপরে কাপড় তুলে
এসে দাঁড়ায়, ‘আমার বিষয়টা কী হ’লো’?
এই রকম দিন যায়,
জমি-জমা, খাজনা ক্ষতিপূরণের দলিলের ময়লায়
হাত ভ’রে ওঠে,
‘আমার বিষয়টা কী হ’লো’?
ব’লে হাত জোড় করে
আমার নিজের আর কোথাও দাঁড়ানো হয় না।
একেক দিন এমন যায়,
দিনের মধ্যে একবারের জন্যও তোমার কথা মনে পড়ে না।

BANGLADARSHAN.COM

সবুজ গোলাপ

কোন সূত্রে আত্মীয়তা হয়েছিলো, একেক সময়
সব অবিচ্ছিন্ন জট, রঙিনতা, দিদিমার বোনা
নরম কাঁথার গায়ে নীলপদ্ম, সবুজ গোলাপ;
শীতের বিছানা জুড়ে ফুল-পাতা অলীক কাননে
সমস্ত শরীর ঢেকে শুয়ে আছো। পায়ের গোড়ালি
রুপোর টাকার মতো অসতর্ক কখন গড়ায়
গোপন সিন্দুক থেকে; হঠাৎ গোলাপবন থেকে
তুমি বলো, চোখ লাগে তোমার কাঁথায় এতো ফুল।
সুতো ছিঁড়লে পুরানো তেলচিটে শাড়ি, অস্পষ্ট অশ্লীল
কাপড়ে কিসের দাগ? এ কাপড় এতো ভালো কাঁথা
দিদিমার মতো তুমি কবে বুড়ি হবে, ঝাপসা চোখে
মোটা কাচ মিহি সূচে তুমি কিছু চিকনের কাজ
ক'রে রেখো, পুরুষানুক্রমে আমি তোমার উষ্ণতা
সব পরিচয় ভুলে তুমি কবে কার বিছানায়
কতো উষ্ণ হয়েছিলে, কিছুই না ভেবে, শুধু-শুধু
ব্যবহার ক'রে যাবো নীলপদ্ম, সবুজ গোলাপ।

BANGLADARSHAN.COM

যমুনাদি

এ কী হচ্ছে যমুনাদি, এভাবে কি প্রেম করা চলে?
একটু তাড়াতাড়ি করো, নাকি এটা ঠিক প্রেম নয়,
তুমি ঠিক প্রেমিকার পর্যায়ে পড়ো না, যমুনাদি,
তোমার বুকের দিকে তাকালে কৈশোর মনে পড়ে।
তুমি কি এখনো ভাবো আমি সেই ষোলো বছরের
সবুজ পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে আছি, মাসে একদিন
চুল-দাড়ি একসঙ্গে কামাই, ক্ষীণ গোঁফ, দ্বিতীয়ার
বাঁকা চাঁদ, তোমারই ঠোঁটের কুলে কবে অস্ত গেছে।

BANGLADARSHAN.COM

হে ট্রেসপাসার

একবার চোখ বুজলে একসঙ্গে এক হাজার রমণীর
মুখচ্ছবি চোখের ভিতরে;
পৃথিবীর বৃহত্তম গ্রুপ-ফটো,
যেন কোনো মহিলামঙ্গল সমিতির
খোলামাঠে বাৎসরিক সম্মেলনে তাল মাতাল হাওয়া
একসঙ্গে হাজার শাড়ির ব্যাকুলতা।
কাউকে আলাদা ক'রে দেখি
দেয়ালে ফটোর থেকে তুলে
হৃদয়ে আলাদা ক'রে কাউকে টাঙাবো
এমন প্রতিভা নেই,
কারো সঙ্গে দুই দণ্ড আলাপনে নিবিড় নিরালা,
এমন মধুর ভাষ্য কণ্ঠগত নয়।
ভালোবাসা প্রভুভক্ত কুকুরের মতো
হৃদয়ের গেটে ব'সে ঘেউ ঘেউ করে
'প্রবেশ নিষেধ' লেখা বিজ্ঞাপন বুকের দরজায়,
সাবধান,
হে নীল শাড়ির নিবিড়তা,
হাজার মুখের মধ্যে একটি মুখ হে ট্রেসপাসার,
খবরদার! ভিতরে এসো না।

BANGLADARSHAN.COM

পপার

এখন জরিপ হবে, তাঁবু ফেলে কানুনগো, আমিন
ব'সে আছে চতুর্দিকে। খুঁটি পুঁতে, চেন ফেলে-ফেলে
কঠিন হিসাব হবে চুলচেরা; এই এক ছটাক
জমি ঠিক কার প্রাপ্য? তোমার স্বর্গীয় পিতামহ
পপার ছিলো হে, তুমি কিছুই পাবে না, ঐ ছায়া,
বাদাম গাছের নিচে ভিটে বাড়ি, হলুদ পুকুর,
তুমি ভালোবেসেছিলে; কিন্তু খতিয়ানে অন্য নাম,
অন্যান্য ব্যক্তির দাবি আইনসঙ্গত। কিছু আছে,
দখল প্রমাণ, দানপত্র কিংবা ডিক্রি আদালতে?
কিছু নেই, কী আশায় এও রৌদ্রে হেঁটে এসেছিলে,
এতো পথ, গ্রামের সীমার বাইরে সেটলমেণ্ট তাঁবু
অথচ টাউট নও, তবু কেন প্রত্যেক তাঁবুতে,
ঘোরাফেরা; বে-হক সম্পত্তি নিয়ে কেন এতো লোভ
সবচেয়ে ছায়াওয়ালা বাড়ি, সবচেয়ে ঠাণ্ডা জল
শ্যাওলার দামে ঢাকা অবান্তর হলুদ পুকুর;
কেন এতো লোভ করো? উত্তরাধিকার সূত্রে তুমি
গৃহহীন, ভূমিহীন, ছায়াহীন সামান্য পপার।

BANGLADARSHAN.COM

পাগলা ঘণ্টি

কোথাও বন্ধন নেই, লাল আলো, ট্র্যাফিকের হাত
সমস্ত নস্যাৎ ক'রে শিরস্ত্রাণ খুলে চ'লে যাবো।
আশৈশব আমারো আকাঙ্ক্ষা ছিলো আগুন নেভাবো
দ্রুতশ্বাস দমকলে অগ্নিকাণ্ডে বন্দিনী দৈবাৎ
অথচ সার্কাস নয় মসৃণ দড়ির সিঁড়ি ধ'রে
পাঁচতলার ছাদ থেকে প্রিয়তমা সুন্দরীতমারে
বুকে ক'রে নিয়ে আসবো দগ্ধ প্রেম, উজ্জল উদ্ধার।
পাগলা ঘণ্টিতে বাজা ভালোবাসা, প্রেয়সী আমার।

BANGLADARSHAN.COM

সাহেবের দুঃখ

বন্য ওট বপন করার দুঃখ সাহেবরা জানে
আমরা কিন্তু এরণ্ডের চাষ ক’রে অতিশয় আনন্দ পেয়েছি।
অনন্ত এরণ্ড বন চতুর্দিকে
এরণ্ড জঙ্গল ভিন্ন আশৈশব কিছুই দেখিনি।
অথচ স্বপ্নের মধ্যে কী ক’রে যে বনস্পতি বাসা বেঁধেছিলো
” ” ”কোনো এক,, ছায়া ফেলে ছিলো
,,স্বপ্নেও কেন ঝড় হয়–
আমার স্বপ্নের মধ্যে মুখ থুবড়ে প’ড়ে আছে স্বপ্নের ভিতরে
আদিগন্ত ধরাশায়ী দীর্ঘ বনস্পতি।
অনন্ত এরণ্ড বন চতুর্দিকে সর্বত্র এখন।

BANGLADARSHAN.COM

গোঁফ দেখে

‘গোঁফ দেখে শিকারী বিড়াল চেনা যায়’
এমন প্রবাদ বাক্যে মানুষের আস্থা দেখে-দেখে
মানুষের বুদ্ধিশুদ্ধি বর্তমান-ভবিষ্যৎ সমস্ত মিলিয়ে
সব আস্থা জলাঞ্জলি দিয়ে
‘ইঁদুরেরও চেয়ে মূর্খ, ইঁদুরের চেয়ে একেবারে’
মসৃণ তাচ্ছিল্য সহকারে
উজ্জ্বল সোনালি গোঁফে থাবা মুড়ে একটু তা দিয়ে
বিশেষ নিশ্চিন্ত হ’লো শিকারী বিড়াল॥

BANGLADARSHAN.COM

একমাত্র তোমাকেই

দাঁতাল শুয়োর নিয়ে খেলা করা,
একমাত্র তোমাকেই তোমাকে মানায়;
বদ্ধঘরে মুখোমুখি চকচকে আয়নায়
নিজের ছায়ার সামনে পরিতৃপ্ত তারাপদ রায়।

BANGLADARSHAN.COM

জীবনানন্দ দাশ ১৯৬২

স্যার, বারান্দায় একটু অপেক্ষা করুন।
দু লাইন লিখে নিতে দিন, একটু লিখতে দিন
আপনার উৎপাতে বড়ো ব্যতিব্যস্ত আছি।
আটবছর আগেকার লাশকাটা ঘর থেকে রক্ত মাখা ঠোঁটে
প্রত্যেক রাত্রিতে কেন, প্রত্যেক রাত্রিতে
কোনো পরিচয় নেই, কোনো আত্মীয়তা নেই—কেন
আমার ঘরের মধ্যে কেন?
দয়া ক'রে বারান্দায় অপেক্ষা করুন।

BANGLADARSHAN.COM

বঙ্গোপসাগর থেকে

বঙ্গোপসাগর থেকে ছুটে এলো ক্ষিপ্র দ্রুতশ্বাস,
চুনী গোস্বামীর মতো সাবলীল সহজ বাতাস
নগরীর সমস্ত গ্যালারি ভ'রে গেছে,
মন্ত্রমুগ্ধ দর্শকেরা।
সমুদ্র হাওয়া কি জানে, আজ অসম্ভব ঘরে ফেরা
লবণাক্ত গ্রীষ্মের বিকালে
সমুদ্রের শোঁ শোঁ শব্দ কলকাতার পথে-পথে ভাটায় উজানে
মজ্জমান কালীঘাট খালে।

BANGLADARSHAN.COM

সমস্ত পুরানো

নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড ব'লে কিছু নেই, সমস্ত পুরানো
নদীর তীরের দৃশ্য নারিকেল কুঞ্জ ও কুটির
গৃহস্থের ভালোবাসা, কাঁচালঙ্কা, নেবু, পান্তাভাত
এবং দিনের শেষে চৌমাথায় উলঙ্গ মাতাল,
বিছানা, রমণীকূল সবাই সর্বত্র চিরস্থির
ভূমিকায়। দৃশ্যান্তর কোথাও মিলবে না, অন্বেষণ
প্ল্যাটফর্মে, চাঁইবাসার সাঁওতাল মেলায়;
সনাতন গঞ্জিকায়, স্বপ্নাদ্য ট্যাবলেটে কিছু পরিবর্তনের
আভাস মিলেছে বটে; কিন্তু ক্ষণস্থায়ী সেই সব
আবিষ্কার। বস্তুত এখনও সাড়ে সাত ফুট উঁচু
বাগনানের ডাকবাংলোর বারান্দার থেকে ধূলিসাৎ
পাঁজর, চোয়াল ভেঙে বিছানায় প'রে থাকতে হয়।

BANGLADARSHAN.COM

সাবাস ওস্তাদ

অবশ্যই একদিন ঈশ্বরের সঙ্গে দেখা হবে।
দেখা হ'লে কাঁধে হাত রেখে বলবো 'সাবাস, ওস্তাদ,
কী কল বানিয়ে দিলে
ফিলিপ্‌স, অস্‌রামের চেয়ে ঢের ভালো
এখনো তোমার সূর্য, এতো লক্ষ বৎসরেও ফিউজ হ'লো না'!

BANGLADARSHAN.COM

ঈশ্বরের দয়া

কিঞ্চিৎ রৌদ্রে সঙ্গে চার-পাঁচটি ফড়িং মিশিয়ে
ঈশ্বর বললেন ডেকে, ওহে,
তোমার বাড়ির সামনে ফাল্গুন দ্যাখো হে!
ভালোই করলেন প্রভু, বড়ো বেশি নিঃসঙ্গ ছিলাম।
উঠোনের চাঁপাগাছ মনোরমাদের ছাগশিশু,
আগাগোড়া চিবিয়ে খেয়েছে।
সঙ্গিনী পিঙ্গলা বিড়ালিনী
সাম্প্রতিক মৎস্যাভাবে সেও নিরুদ্দেশ।
এসো হে ফড়িংগণ, খেলা করো গুল্মশূন্য আমার উঠানে
কিঞ্চিৎ রৌদ্রও থাক প্রতিবেশী, শীত অবসানে,
রৌদ্রের আসঙ্গ বড়ো সুখ মনে আনে॥

BANGLADARSHAN.COM

একটি নমস্কারে

ইচ্ছে হয়, যে কোনো সুযোগ পেলে ঈশ্বর তোমাকে
শেয়ালদা বা হাওড়া গিয়ে ‘সি-অফ্’ ক’রে আসি;
সান্তাহার ভারি ভালো জায়গা লোকজন ধর্মপ্রাণ,
ঈশ্বর, সেখানে যাবে? ঈশ্বর, অবুঝ তুমি বড়ো;
আচ্ছা, নবদ্বীপ চলো; প্রতিদিন সন্ধ্যায় কীর্তন।
কোথাও যাবে না কেন, কেন কলকাতায়,
কেন কলকাতার পথে পথে একটি নমস্কারে প্রভু,
একটি নমস্কারে,
সম্পর্ক বাঁচিয়ে রাখবো, কেন দেখা হবে বারবার প্রতিদিন
ঈশ্বর, তোমার সঙ্গে পাঁচমাথার ক্লান্ত গণ্ডগোলে?

BANGLADARSHAN.COM

দুর্ঘটনার কারণ

রঙিন চশমার মতো দুপুর বেলায় তুমি চোখে চোখে ছিলে, শুধু কি আমার চোখে, আমার দৃষ্টিতে? তুমি আজ জনতার রঙিনতা, হঠাৎ তোমাকে দেখে রাজপথে হাজার মানুষ পরস্পর প্রশ্ন ক'রে বলেছিলো, 'উনিই কি তিনি? আজকাল কোথায় থাকেন উনি, এখন এখানে কেন অফিস পাড়ায়, আমাদের মাসশেষ, বাজার খরচে টান, এখন কি আর বিলাসিতা আমাদের নজরে পোষায়'? তুমি কিছুই শোনোনি। ডাদের ব্যাপারী দাম নিতে ভুলে গেলো গাড়ি ঢুকে গেলো নো-ওয়ে গলিতে, যারা সুন্দরবনের মধু কেনা-বেচা করে তাদেরো হিসাবে যেন কী সব ভীষণ গোলমাল হ'য়ে গেলো, উনিই কি তিনি? এক ট্রাফিক পুলিশ তার প্রসারিত করে কমল ফোটাতে গিয়ে, ঘটনা ও দুর্ঘটনা, দশদিকের গাড়ি দুপুরবেলায় এতো রক্তপাত, রঙিনতা, তুমি চোখে চোখে।

BANGLADARSHAN.COM

একেক দিন দুঃখ হয়

একেক দিন হাতে কোনো পয়সা নেই ব’লে
খুব দুঃখ হয়
চারপাশে সবাইকে কেমন সচ্ছল মনে হয়।
একেক দিন শরীর ভালো নেই ব’লে
খুব দুঃখ হয়,
চারপাশে সবাইকে কেমন সহজ, সুস্থ মনে হয়।

একেক দিন ভালোবাসার জন্যে দুঃখ হয়
একেক দিন ভালো না বাসার জন্যে দুঃখ হয়
একেক দিন কোনো বন্ধু নেই ব’লে
একেক দিন কোনো শত্রু নেই ব’লে
একেক দিন প্রশংসা শুনিনি তাই
নিন্দাও শুনিনি তাই,
একেক দিন খুব দুঃখ হয়।

BANGLADARSHAN.COM

জীবিত অথবা মৃত

জীবিত অথবা মৃত, তোমাকে এখন কাছে চাই;
এ কথার কিছু অর্থ পুলিশের বড়কর্তা জানে,
জানে দেয়ালের ধূর্ত টিকটিকি, তোমার সন্ধানে
পুকুরে ফেলেছি জাল, হাটে-হাটে পিটিয়েছি ঢ্যাঁড়া।
কতো তীর্থ ফেরা হ'লো, পর্বতের দীর্ঘ সানুদেশ,
শিমূল শাখায় রোদ, তুলো, আলো, ফুল ঝ'রে যায়;
অচেনা নদীর তীর হোগলাবন কাশের চড়ায়
মফস্বল মিউনিসিপ্যালিটির টিমটিমে আলোয়
হঠাৎ সন্ধ্যার আগে হোটেলে মাইক বেজে ওঠে
খুব শস্তা মাংস-ভাত; শেষরাতে স্টিমার-টাইম।

জীবিত অথবা মৃত, তুমি কি কোথাও নেই আর,
কোথাও না? সাত জোড়া চটি ছিঁড়লো, শতচ্ছিন্ন ধুতি।
গয়নার নৌকায় ক'রে, নাকি ট্রেনে, গোরুর গাড়িতে,
মন্থর স্টিমারে চ'ড়ে পাড়ি দিয়ে কোথাও গিয়েছো?

BANGLADARSHAN.COM

আমিও দিলাম পাড়ি বহু নদী, খাল, বিল, মাঠ,
গঞ্জের সতর্ক বাঁক, শাদা পাল, বক উড়ে যায়।
নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট কে জানে কোথায়, কতোদূর,
চাটমোহর কতোদূর, সান্তাহারে গাড়ি থামে নাকি।
ছোটো-বড়ো অসামান্য-সামান্য স্টেশন, বাসা বাড়ি;
এ নৌকা শ্রীপুর যাবে, এই রিক্‌শা থানাপাড়া চেনো?

বকুল গাছের নিচে থানা বাড়ি, নির্জীব সিপাই
চিৎ হ'য়ে প'ড়ে থাকে ভূয়সী শহর, রেলগাড়ি
ঘুমোতে-ঘুমোতে তবু এক শেষ রাতে পৌঁছে দেয়
আসল স্টেশনে, ভোরে কালিহাতি বাজারের পাশে
স্মার্ট সূর্য দশ হাজার ক্যামেরাকে নিমন্ত্রণ করে,
'আসুন এইখানে ভালো-ভালো ছবি হবে', কোন্ ছবি,
তুমি আজ কোথায় রয়েছো, কোনখানে, চোখে কালি,

পায়ে ঝিঁ ঝিঁ ধ’রে গেলো, জীবিত অথবা মৃত তুমি,
তুমি কি কোথাও নেই চিত্রে, দৃশ্যে, ছবিতে, বাড়িতে,
ক্যামেরার সূক্ষ্ম লেন্সে, মফস্বপ বে-আব্রু হোটেলে?

তুমি কি হারিয়ে গেলে, হারানো কি এতই সহজ,
নাকি খুব কাছাকাছি, পাশাপাশি কাঁধ ঘেঁষে আছো

আমি শুধু মুখ চিনতে ভুল করি, মুখের আদলে
দশ বছর বিশ বছর আগেকার যাকে পেতে চাই,
যাকে খুঁজি, তুমি তার কেউ নও, কখনো ছিলে না,
কিংবা ছিলে থাকতে-থাকতে মোমের আলোর মতো কবে
কর্পূরের মতো কবে উবে গেছো, শূন্য মোমদানি।

পুলিশের বড়োকর্তা যাই বলুন, জীবিত বা মৃত
তোমাকে এখন চাই বিনিময়ে সামনে দশবছর
বিশ বছর পথে ঘুরবো, রাত্রে ঘুমাবো না, পথে-ঘাটে
অথবা পথের শেষে তোমাকে এখন কাছে চাই॥

BANGLADARSHAN.COM

আলো আলো আলো

নেহাৎ আছো পোকার মতো মাথার মধ্যে
নেহাৎ আছো চামড়া ছেড়া দাঁতের কামড়

যেন জরুল জন্মচিহ্ন দেহের সঙ্গে
পোকার মতো দাঁতের দাগে গোপন অঙ্গে
কষ্টে-সৃষ্টে থাকছো আলো, আমার আলো।

BANGLADARSHAN.COM

মনে হয়

মনে হয় কাছে যাওয়া যেতো।
মনে হয় তুমি ঠিক ‘নো পার্কিং’ ছিলে না।
চিবুক কোমল ক’রে ছুঁয়ে বলা যেতো,
‘তুমি স্বপ্ন, তুমিই তো স্মৃতি’।

মনে হয় কাছেই তো ছিলে,
শুধু আমি চোখ দিয়ে মেপেছি তোমাকে
মনে হয় হাত দিয়ে ছোঁয়া যেতো,
ঠোঁট দিয়ে ছোঁয়া যেতো,
‘এই, এইখানে তুমি সবচেয়ে ভালো।’

কেমন আদর তুমি ভালোবাসো,
কী রকম স্পর্শ পেলে বেতসীর মতো তুমি দ্রুত শিহরনে
খুব ঘন হ’য়ে যাও; একদিন বুঝি জানা যেতো,
মনে হয় একদিন ছোঁয়া যেতো, কাছে যাওয়া যেতো।

BANGLADARSHAN.COM

কোথায় যাচ্ছেন তারাপদবাবু

কোনোদিন দেখা হয় না।
কোনোদিন কারো সঙ্গে দেখা হয় না।

যেন মধ্যসমুদ্রের নিরবধি জল,
নিঃসঙ্গ জেলে-ডিঙি
কয়েকটা খুচরো মাছ, নিরিবিলি একাধিক পাখি
নোনা, আঁশটে গন্ধ–
জলে তেমন কোনো ঢেউ নেই
গোলমেলে হাঙরের পর্যন্ত দেখা নেই

এ কেমন মাঠের মতো শান্ত, অসহায়
যেন নীলঘাসের গালিচায়
নৌকা না আরাম কেদারা?

BANGLADARSHAN.COM

কোথায় যাচ্ছেন, তারাপদবাবু?

লাল ভালোবাসা

নতুন তরুণী
হলুদ শাড়িতে কিছু আনন্দ পাও
আমারও তো ছিলো হলুদের নেশা
পশ্চিমা ছায়া দিগন্তে
চাঁদের হলুদে রক্তরবির রশ্মি
আমারও তো ছিলো রবীন্দ্রনাথ
কিছুটা গেরুয়া হলুদের কাছাকাছি
বাতিল পতাকা হলুদে শাদায় সবুজে–
নতুন তরুণী, লাল ভালোবাসো তুমি?

BANGLADARSHAN.COM

কোন অবসরে

কোন অবসরে তুমি বড়ো হ’য়ে গেছো,
জানালা পেরিয়ে ছাদ দোতলার কার্নিশে পল্লব,
ছিমছাম উঠে গেছো। রোদ হ’লে ছায়া দিতে পারো
পারো ফুল, ফল দিতে; বৃষ্টির অনেক পরে পাবো
দু-একটি ঠাণ্ডা ফোঁটা আলগোছে গালের উপরে ফেলে দিতে।
আজ তুমি সবই পারো, সঞ্চারিণী, তবু ভাবো এই তো সেদিন
অবসন্ন, ম্লান শীষ রথের বাজারে নতমুখী
কোন অবসরে তুমি বড়ো হ’য়ে গেছো;
ঘর-গৃহস্থালি জুড়ে সিঁড়ি, ছাদ, রেলিং, কার্নিশ
রোদ হ’লে এখনই তোমার ছায়া, বৃষ্টি হ’লে জল।

BANGLADARSHAN.COM

ভ্রমণকাহিনী ২

আমার ভ্রমণকাহিনী খুব লম্বা নয়।
আমি খুব সামান্যই ঘুরেছি;
বড়ো জোর, এই শহরের মৌচাক থেকে
খুব কাছাকাছি শহরতলির বিরামে,
বড়ো জোর, এই নদীর জেটি থেকে
ঐ নদীর চড়ায় তরমুজের খেতে।

তেমন কোনো পর্বত দেখিনি, না পাহাড়, না টিলা,
অথবা জটিল কোনো সমুদ্র,
জটিল বা সরল, তাই বা কেমন ক'রে বলি,
কারণ কোনো সমুদ্রই আমার দেখা হয়নি।

তবু মনে হয়,
চোখের যেন সব দেখা শেষ হ'য়ে গেছে,
সব বাতাসে নিঃশ্বাস যেন নেয়া হ'য়ে গেছে,
পায়ের যেন সব হাঁটা ফুরিয়ে গেছে।

BANGLADARSHAN.COM

যেন সারাজীবন ধ'রে কাদের সঙ্গে ক্রমাগত,
শুধু পায়ে-পায়ে, জাহাজে, নৌকোয়, প্লেনে
কিংবা ঝুমঝুম রেলগাড়িতে–
আমরা সেইসব ভ্রমণসঙ্গী-সঙ্গিনীরা
এখন কে যে কোথায় ইতস্তত
ম্লান প্লাটফর্মে, জেটিতে বন্দরে;
মুখ দেখলে চিনতেও পারি না।
চেনার কথাও নয়, কেননা সত্যিই তো
তাদের কাউকেই কখনো দেখিনি।

আমার সেইসব অসম্ভব সঙ্গী-সঙ্গিনীরা
চাপা হাওয়ায় ফিশফাশ ক'রে আমাকে ডেকে বলে
'কী হে, কী হ'লো, এবার কি কোথাও যাবে না'?

কোথাও না, কোথাও না,
কোনোদিন যেমন কোথাও যাইনি;
আজো সেই রকম যাবো না।

BANGLADARSHAN.COM

নোয়ার নৌকার মতো আমার বিছানা

কোনো কোনো দিন, এমনিই হঠাৎ কোনো কোনো দিন,
ঘর থেকে ঘরের সামনের বারান্দা,
এবং তারপরে রাস্তা অনেক দূর মনে হয়।

মনে হয় আজ আর কোথাও যেন যাওয়ার নেই,
কোথাও আর কথা বলার মতো লোক অবশিষ্ট নেই,
পৃথিবীর শেষ যে ব্যক্তিটি
আমার মতো ভাষায় কথা বলতো
গত কাল রাতে সে-ও শেষ হ'য়ে গেছে।

কোনো কোনো দিন; নোয়ার নৌকার মতো আমার বিছানা,
আমার শয়ন ও শয্যা,
এর বাইরে ত্রিভুবন অবলুপ্ত হ'য়ে যায়।
চারদিকে বৃষ্টি নেমে আসে অথবা আসে না,
চারদিকে কুয়াশা ক'রে আসে অথবা আসে না;
দরজা-জানালা সব বন্ধ,
আধা-অন্ধকারে আমার বিছানায় আমি একা একা,
ঘরের বাইরের বারান্দা তখন অনেক দূরে,
বাড়ির সামনের রাস্তা তখন কোথায় ভেসে গেছে।

কোনো কোনো দিন, এমনিই হঠাৎ কোনো কোনো দিন।

BANGLADARSHAN.COM

তোমাদের কথা

বৃষ্টি হ’লে তোমাদের কথা মনে পড়ে,
বৃষ্টি না হ’লেও তোমাদের কথা মনে পড়ে,
যখন অনেক কাজ,
যখন কোথাও কোনো কাজ হাতে নেই
বৃষ্টি হ’লে,
বৃষ্টি না হ’লেও,
তোমাদের কথা মনে পড়ে।

আজ অনেকদিন কারো কোনো চিঠি পাই না, অনেকদিন
কারো কোনো খবর রাখি না,
তোমরা কে কীরকম আছো?
তোমাদের পাড়ার ডাকঘরে
খাম, পোস্টকার্ড এখন কি খুব অকুলান?
নাকি তোমরা সকলেই
ডাকঘরের রাস্তা ভুলে গিয়ে,
ঠিকানা হারিয়ে,
এখন যে যার ঘরে ব’সে-ব’সে ভাবো,
‘সেই লোকটা এতদিনে সত্যিই হারালো’।

BANGLADARSHAN.COM

‘হু কাম্‌স্‌ দেয়ার’

তোমার সঙ্গে দেখা হয় না একশো বছর
একশো বছর পথের মধ্যে ‘হুকুমদার’!
রাইফেলের ট্রিগারে আঙুল সার্চ-লাইট
ভিড়ের ভিড়ে তোমার মতো কে যাচ্ছে ঐ
ভুরু কুঁচকে চোখের মণি তীক্ষ্ণ ক’রে
তবু হয় না একশো বছর দেখা হয় না।

মিলিটারির ছাউনি থেকে চৌকিদার
টর্চ ফেলেছে গুলি তুলেছে ‘হুকুমদার’!
কেউ আসে না কেউ যায় না একশো বছর
মরচে পড়া ট্রিগার ধ’রে হাত চুলকোয়
ভিড়ের ভিড়ে কে যাচ্ছে ঐ, ঐ কে যায়।

BANGLADARSHAN.COM

সত্য ঘটনা অবলম্বনে

মেঘ নদীর ওপারে ঝাউবনের মধ্যে
যাবে, কি যাবে না,
ভাবতে-ভাবতে, ঢুকে গেলো;
সঙ্গে দু-চারটে এলেবেলে বক।

এক নম্বর বোকা
দু-নম্বর বোকাকে ডেকে বললো,
‘সিনারিটা একবার তাকিয়ে দ্যাখো।’

যখন এইরকম সব দৃশ্যের সমারোহ,
যখন মেঘ, বক ও বোকা
নদীর এপারে–ওপারে ছবি,
ছবি আর ছবি
তখন আমার মাথার নিচের বোঁচকা,
বেঞ্চের নিচে জুতো
পকেটের ফেরৎ টিকেট সব খোয়া গেছে
নিঃসঙ্গ, দূর, হতভম্ব রেল-স্টেশনের পাশে
নদীর তীরে আমি।

BANGLADARSHAN.COM

যা কিছু জলের মধ্যে

যা কিছু জলের মধ্যে ভেসে গেছে কিংবা ভাবো
যা কিছু গিয়েছে উড়ে হাওয়ার ভিতরে
সবই রক্ষণীয় ছিলো এমন তো নয়
কিছু ছিলো এলোমেলো, থাকে বা না থাকে
আসুক অথবা যাক গণনা করিনি।

দেশলাই বাক্সের মতো খোলামেলা পায়ের নিচেই
ইতস্তত টেক্কা, ঘোড়া, মাছ বা হরিণ
যা কিছু জলের মধ্যে ভেসে গেছে,
উড়ে গেছে হাওয়ার ভিতরে।

BANGLADARSHAN.COM

হলুদ টিকেট

হাত-পা ছড়ানো বাদাম গাছের নিচে
মাথা-ভাঙা রাস্তা নদীতে নামলো।
সেইখানে কাদামাখা চাকা, ময়লা চোঙা
ডোবে কি ডোবে না স্টিম লঞ্চ,
নড়বড়ে টিনের ছাদের তলে,
তিনপেয়ে চেয়ারে ব'সে খোঁড়া টিকেট বাবু–

তবু সেই ভুল ছাপা অবিশ্বাস্য হলুদ টিকেট
কতো হাজার বার পাড়ি দিয়েছে
কতো ঝড়ের নদী, কতো নদীর ঝড়
কতো এপার ওপার।

একেকদিন স্বপ্নে,
এক খোঁড়া টিকেটবাবুর পিছনে আমি কেবলই দৌড়াই
তবু কিছুতেই ধরতে পারি না।
কোনো নেহরু আধুলি, কোনো অশোকস্তম্ভ
কিছুতেই আর কিনতে পারে না
সেই অবিশ্বাস্য হলুদ টিকেট।

BANGLADARSHAN.COM

কথায় কথায়

ছবির মতো আকাশ,
আর আকাশের নিচে সেই বোকা মানুষ
যার কথায়-কথায় চোখে জল আসে।

আর যখন চোখে জল নেই,
তখন চোখের মণিতে এক ছায়াভরা বুড়ো আম গাছের নিচে
বিরাট দুপুর, আটচালা ঘরের বারান্দায়
মানুষজন রঙ-বেরঙ বিড়ালের ছানা
উঠোন থেকে খড়ের টুকরো মুখে ক'রে ছুটে পালাচ্ছে
ছাই ছাই ধানি ইঁদুর।

এ ছবির কোথাও সে নেই,
তবুও আটচালা ঘর, রঙিন বিড়াল
আর ধানি ইঁদুরের ত্রস্ত চলা ফেরা
সারা দুপুর বারান্দায় কারা সুপুরি কাটছে
ধান থেকে চাল কুটো বাছছে তো বাছছেই।

কথায় কথায় তার চোখে জল আসে।

BANGLADARSHAN.COM

বিবাহ

স্বপ্নের জাহাজগুলি ডুবে গেলো বালিশের নিচের বন্দরে।
গভীর ঘুমের মধ্যে, আর্তকণ্ঠে একজন, ‘হেল্প, হেল্প, ক’রে
ভীষণ চেঁচালো; লাইফবোট ঠিক কোথাও ছিলো না। ভালোবাসা,
স্মৃতি, দুঃখ, হাহাকার, রবিবারে তাসখেলা, রাস্তায় তামাশা
যখন ইচ্ছা বাড়ি ফেরা, যখন-ইচ্ছা যা-ইচ্ছা স্বরাজ
ঘুমঘোরে সর্বস্ব তলিয়ে নিলো স্বপ্নের জাহাজ।
কোনো রাতে, স্বপ্নের জাহাজগুলি ঘুমে ডুবে গেলে,
কূলহীন বিছানার সমুদ্রের জলে হেসে-খেলে
আরেক জাহাজ অনায়াস ব’য়ে যায়।
জাহাজ? না, জাহাজের মতোন ক্রীড়ায়
জল কাটে, ঢেউ তোলে, শাদা পাল মেলে,
খুঁজে পায় সেই গঞ্জ প্রাচীন সেকেলে।
স্বপ্নের জাহাজ ডুবে গেলে,
জাহাজের স্বপ্ন ডুবে গেলে,
অতর্কিতে বরফ-পাহাড়ে
কোনো রাতে, কোনো অন্ধকারে,
ঘুমে, অগোচরে, কুয়াশায়,
বাদলায়, দুঃখে, বেদনায়
জাহাজের স্বপ্ন ডুবে গেলে
স্বপ্নের জাহাজ ডুবে গেলে,
সাগরের জল থেকে আরেক জাহাজ চুপে-চুপে উঠে আসে বিছানায়,
বাঁশি দেয়, শাদা পালে ভেসে যায়, জল কাটে জাহাজের মতোন ক্রীড়ায়॥

BANGLADARSHAN.COM

নোটিশ

এখন হৃদয়ে ১৪৪ ধারা এবং কারফিউ।

রাত্রে এলে গুলি করবো

এমন কি দিনের বেলায়ও পাঁচজন একসঙ্গে নয়

এখন মনের মধ্যে কারা ঢোল দিচ্ছে

ডিঙ ডঙ ডিঙ ডঙ ডঙ

এতদ্বারা জরুরি ঘোষণা, এতদ্বারা সর্বসাধারণ।

BANGLADARSHAN.COM

শেষবার বিদায়

গোপনে সিন্দুক খুলে কয়েকটা চিঠি পথে ফেলে দিতে হবে,
কিছু উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস, এক আকাশ তারাভরা বিনিদ্র রজনী।
যেখানে পেরেক গাঁথা ছিলো, ফটো খুলে, চুন-বালি-পলেস্তারা
নতুন করাতে হবে; এলোমেলো ভালোবাসা ক্ষণিক যৌবনে
বড়ো বেশি পাওয়া গেছে–সিমেণ্টের সব চিহ্ন কিছুতে মোছে না।

হে অনুগ্রাহিকাবৃন্দ, শেষবার ক্ষমা করো, এই শেষবার,
চপল যুবার কোনো অস্থিরতা, যদি কারো উদার প্রশ্রয়ে,
যদি মুহূর্তের তরে কোনোদিন কারো প্রিয়তম হ'য়ে থাকি;
বাসনায়, অনুরাগে কারো স্মৃতি কোনো ভুলে সিক্ত ক'রে থাকি–
শেষতম ক্ষমা চাই, শেষবার–বাই–বাই, বিদায়–বিদায়।

প্যারিসের সায়াহ্নের গন্ধমাখা যৌবনের আরক্ত রুমাল
দ্রুতচ্ছবি জানালায় ওড়াবার পরে কোলাহলমুখর জংশনে
কে এনেছো আহত গোলাপদল, ফেয়ারওয়েল, কয়েকটি কমলা
আমার কৈশোর স্মৃতি, যৌবন বেদনারসে উচ্ছল আমার
পথের সম্বল কিছু, নীল আলো, প্ল্যাটফর্মে বিদায়ের বাঁশি।

ক্ষমা করো, শেষবার ক্ষমা করো, শেষবার, বিদায় বিদায়।

BANGLADARSHAN.COM

ট্র্যাফিক লাইট

লাল

পেনেটির বাবু বাগান বাড়িতে চেখেছিলো নাকি গাদা ও পেটি
লাল মানে সেই বড়ো রাস্তায় আঁটোসাঁটো কষা কালো মেয়েটি।

হলুদ

কিছুই কি অসম্ভব ছিলো সেই বসন্তের বাগানের হলুদ ভিতরে
হলুদ পাখির গানে হলুদ হয়েছে পাতা হলুদ গিয়েছে তাই ঝ'রে
এই ভেবে যতোবার আলোয় বা অন্ধকারে বসন্তের হলুদ বাগানে
কিছুই কি অসম্ভব উড়েছে হলুদ আলো বাগানের হলুদের পানে
কে যেন বলেছে, যায়, ঝ'রে যায়, হলুদ-বনের মধ্যে হলুদ আলোয়
হলুদ পাখির গানে হলুদ পাতার টানে বসন্তের হলুদ সময়।

সবুজ

চিড়িয়াখানার বাগান থেকে পামের পাতা তোমার জন্যে আনি,
তোমার জন্যে শুকিয়ে যায় সবুজ পাতা, তোমার ফুলদানি
তেমন ক'রে রাখে না ধ'রে গাছের পাতা, সবুজ চ'লে যায়,
চিড়িয়াখানার বাগান থেকে সবুজ-সবুজ সবুজ হাওয়া, হায়,
রঙিন জেব্রা, বোকা জিরাফ পামের পাতায় পাঠিয়েছিলো বাণী
চিড়িয়াখানার সবুজ ভাষা বোঝে না বুঝি তোমার ফুলদানি।
সবুজ রোদে পামের পাতা তোমার জন্যে সবুজ ভেসে যায়
চিড়িয়াখানার রঙিন পশু দুর্দিনের বাগান থেকে হায়
পাঠিয়েছিলো বনবাসের সবুজ স্মৃতি পামের পাতাখানি,
তোমার জন্যে শুকিয়ে যায় পামের পাতা সবুজ ফুলদানি।

BANGLADARSHAN.COM

বাঙলাদেশ

সম্পাদক মহাশয়, বাঙলাদেশ বিষয়ে আপনার
অনুরোধ মনে ছিলো। কিন্তু মনে-মনে সেই নদী,
পোড়ো পুকুরের পাশে ভাঙাচোরা হলুদ দালান
আজ সবই অবাস্তব; আপনাকে যথার্থ জানাই
চেষ্টার করিনি ত্রুটি। বাঙলাদেশ, মানে ছেলেবেলা,
মানে আমাদের সেই ভুবনমোহিনী, হট্টোগোল
কী ক'রে যে তাকে কবে হারিয়ে ফেলেছি। পরশুদিন।
বাসে যেতে আলাপচারী জনতার একজনের মুখে
হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে কথায় কথায়, 'বাঙলাদেশ,'
কেন যেন অর্থহীন এই দুটি শব্দ মাত্র শুনে
কী রকম মনে হ'লো, কী রকম কী ক'রে বোঝাবো।

কোথায় নদীর তীরে বনপথে রোরুদ্যমানিনী
আমি তাকে সঙ্গীহীনা একা ফেলে পালিয়ে এসেছি।

BANGLADARSHAN.COM

সম্পাদক মহাশয়, ক্ষমা চাই, সেন্টিমেণ্ট নিয়ে
আর কোনো খেলা নয়, বাঙলাদেশ, তোমার কাছেও ক্ষমা চাই॥

ছায়া

বাক্যালাপ বহুকাল, বহু বহুকাল ধ'রে দেখা-জানা-শোনা;
চৌকো, গোল কাচের টেবিলে প্রত্যেকের পরস্পর ময়লা ছায়া,

ময়লা হ'তে হ'তে ছায়া, ছায়া হ'তে হ'তে মুখ, ময়লা হ'তে হ'তে–
তোমার কি মনে হয় না এতোদিনে ক্লান্ত হওয়া অনেক সহজ
হ'য়ে গেছে।

BANGLADARSHAN.COM

শাদা

মুখে কোনো বাক্য নেই,
কলমে ক অক্ষরটি আসে না
এ যেন স্পিক্‌টি নট
আবার মার্বেল দিয়ে শুরু।
আবার গর্তের ফাঁকে
শাদা গুলি কেমন গড়িয়ে
গড়িয়ে গড়িয়ে যায়।
শাদা শব্দ মার্বেলের মতো

আবার প্রথম থেকে শুরু?

BANGLADARSHAN.COM

জটিল

সবই সেই র’য়ে গেলো,
যেন ময়দানে জনসভা, যেন সিনেমার চাঁদ
শুধু তুমি,
তোমাকে আমার আর তেমন জটিল ক’রে জড়ানো
হ’লো না।

BANGLADARSHAN.COM

ইলিশ

ডুবে গেছে নৌকা ও নিকারি,
নৌকাই ডুবেছে আগে অথবা নিকারি
নৌকার সঙ্গেই সে-ও অসহায় গিয়েছিলো ডুবে

জলে কোনো চিহ্ন নেই, কোনো আন্দোলন নেই, সভা
ময়দান চুপচাপ প'ড়ে থাকে
গবেষণা সেও তো হ'লো না
নিকারির সঙ্গে নৌকা ডুবে গেলো,

নৌকা না নিকারি আগে
নিকারি না নৌকা আগে, নৌকা না নিকারি।

BANGLADARSHAN.COM

রোলকল

কেউ আর আসে না, আমিও যাই না!
যেদিন মেঘ ক’রে আসে
এই রকম কথা মনে হয়,
যেদিন কুয়াশা ক’রে আসে
এই রকম কথা মনে হয়।
কারা আর আসে না, একেক দিন মনে হয়
একটা তালিকা বানাই, রোলকল করি।

BANGLADARSHAN.COM

চ’লে গেলো

‘যায়,’ বলা মাত্র মনে হয় চ’লে গেলো,
যেন জলে পয়সা ডুবলো, যেন গেলো
ফেরানো যাবে না আর
কোনো ছলে, কোনো অভিমানে।

বলো, এ বয়সে অভিমান, করমচার মতো চোখ,
ফোলা ঠোঁট,
এই মাত্র যে ডুবেছে জলে,
এ বয়সে, তাকে কি ফেরানো যাবে
আর কোনো দিন-ও, কোনো ছলে।

‘যায়,’ মানে, এ বয়সে, ডুবে যায়, সব ডুবে যায়
জলের ভিতরে পয়সা, অভিমান,
কে তাকে ফেরাবে বলো, কে তাকে ফেরায়?

BANGLADARSHAN.COM

দোতলায়

দোতলায় রিহার্সাল, তুমি কোন্ প্রেমের নাটকে
জড়িত গলায় কিছু কণ্ঠস্থ কথায়, সব কথা
কণ্ঠস্থ থাকে না, কিছু কথা থাকে স্বতঃ প্লাবনের
অপেক্ষায়; তুমি কোনো প্লাবনের অপেক্ষা করো নি,
ভ্রুভঙ্গি, কপট দুঃখ, তুমি এক মুখস্থ নাটকে
কেউ এত কষ্ট ক'রে কপটতা শেখে? তুমি শেখো,
তোমার অনেক শেখা বাকি আছে অনেক দেখার।

কয়েকটা সিঁড়ির ধাপ দ্রুতপায়ে উঠে গেলে তবে
দোতলায় যাওয়া যায়, চোখ বুজে উঠে গিয়েছিলে,
চোখ বুজে পার্ট করছো, জড়িত গলার কিছু কথা
একতালার ঘরে শব্দ সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে নেমে আসে
দ্বিধা ভরে। এ যদি তোমার কথা হ'তো, বানানো বা
মুখস্থ না হ'তো, নিশ্চয় বলতাম ডেকে, 'এসো, ব'সো
সামনের চেয়ারে ব'সো, মিঠে পান, কোকাকোলা খাবে'?

শেখানো কথার কোনো তৃষ্ণা নেই, শুধু রিহার্সালে
কপট দুঃখের কিছু দাবি আছে, তুমি দোতলায়
তোমার মুখস্থ কথা সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আসে।

BANGLADARSHAN.COM

কাজ সেরে

যা বলেছি তাকে বুঝি আত্মসমর্পণের ভাষায়
মানিয়ে নিয়েছো তুমি, যেমন মানায় জেলে রাজহাঁস তরল পুকুরে।
তুমি যতো তরলতা চাও, যতো অবগাহনের সুখস্মৃতি
সবই যদি দিতে পারি তাহ'লে তোমার কাছে কেন
স্বপ্নে দেখা অভিমানী ঠোঁট-ফোলা গম্বুজের দিকে
কবে যে যেতাম চ'লে যাই হোক নিশ্চয় যেতাম।

কিন্তু তুমি জানো, আমি পারি না কিছুই। শুধু আত্মসমর্পণে
মৌখিক বিনয় দিয়ে তরল তরলতর হ'য়ে
ঘুরে, ফিরে; জলের মতোন ঘুরে ঘুরে
তোমাকে জড়িয়ে ধরি, এতো জড়াজড়ি
তোমার পছন্দ নয়, এরই মধ্যে তা-ও টের পাই।

অলকগুচ্ছের প্রান্তে জলবিন্দু সিক্ত শাড়ি, প্রায় বিবসনা
তুমি শুধু কোনোমতে ডুব দিয়ে কাজ সেরে চ'লে যেতে চাও।

BANGLADARSHAN.COM

কে জানে

কে জানে তোমারই কাছে কোনোদিন ফিরে যেতে হবে
তুমিও মলিন হেসে, ‘এই যে আবার তারাপদ,
কী খবর পথ ভুলে’? এখনো তোমাকে মনে হ’লে
সব পথ ভুলে হ’য়ে যায়, চেনা রাস্তা বাড়ি-ঘর
বহু কষ্টে সাজানো সংসার, প্রতি রাত্রে স্বপ্ন দেখা।

প্রসঙ্গত, বহুদিন তোমাকে দেখিনি, চোখ খুলে
চোখ বুজে, আগে আগে ঘুম ভেঙে প্রথম তোমাকে
তোমাকেই মনে পড়তো, কবে যেন সেই এককালে
মনে পড়া আশ্চর্য সহজ ছিলো, যতো দিন যাচ্ছে
কেমন সন্দেহ হয়, তুমি চিনবে কিনা, সমাদর
সেরকম হবে কিনা? তুমি মনে ভাবছো বোধহয়,
‘কী রকম সমাদর’? কাঁঠাল কাঠের পিঁড়ি, পান,
জলচৌকি কাঁসার গেলাশে জল, কয়েকটি বাতাসা
শুধু মিষ্টি মুখ ক’রে বহুবার ফিরিয়ে দিয়েছো;

তবু ফিরে যেতে হবে, কোনো দিন ফিরে যেতে হবে।

BANGLADARSHAN.COM

ছবির চাকা

হঠাৎ ছবিগুলি গড়িয়ে চলে।

চৌকো ছবিগুলি
গাড়ির গোল চাকার মতো গড়িয়ে-গড়িয়ে,
হাওয়ায় ওড়ে না, জলে ভেসে যায় না,
ঝরাপাতার মতো ছড়িয়ে পড়ে না,
চাকা হ'য়ে গড়িয়ে-গড়িয়ে যায় ছবি

চোখের জায়গায় ঠোঁট উঠে আসে,
বুক নেমে যায় হাঁটুর নিচে
কোমরের কষি গলায় জড়িয়ে
মুখে ফেনা, দমবন্ধ ছবি
কখন হঠাৎ চাকার মতো গড়িয়ে যায়।

BANGLADARSHAN.COM

সূর্যমুখী

তুমিও রৌদ্রের দিকে সারাদিন ধ’রে
বিখ্যাত ফুলের মতো মুখ তুলে,
পথ ভুলে,
এসে গেছো, এসেছো কোথায়?
কোথায় শীতের বাড়ি হিম অবেলায়
অতসীর ঘরে,
এখন হলুদ ফুল যথার্থ আদরে
কাছে ডাকে, এখন তোমাকে
বিখ্যাত ফুলেরই মতো ভ্রম হয়,
এই তো সিজন শুরু, যাতায়াত, এই তো সময়।

BANGLADARSHAN.COM

প্রীতি উপহার

শুধু এই, এইমাত্র, বৎসরান্তে প্রীতি উপহার
পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত আছো, এর বেশী আমাকে তোমার
যেন প্রয়োজন নেই, যেন শুধু হ্যাপি নিউ-ইয়ার;
বরফ ঝরার ছবি, নিঃসঙ্গ টিলার ঊর্দ্ধে বিদেশী আকাশ,
ক্রিশমাস, অলিভ বনের ছায়া শীতের বাতাস
আমাকে পাঠালে।
কোনো কালে
তোমাকে দিয়েছি সঙ্গ সেকি শুধু ঝরা বরফের
হিম শিহরণ সিক্ত অলিভ বনানী?
জানি,
তুমি এর কোনোখানে নেই, শুধু প্রীতি উপহার
বর্ষে বর্ষে নববর্ষে আমাকে তোমার।

BANGLADARSHAN.COM

কদম-কদম কদম-কদম

এক

আমি এখন হাতি আঁকছি ছেলের জন্যে
আমি আঁকছি, ইঁদুর আঁকছি, ঘোড়া,
হাতির মতন দেখতে ইঁদুর, ঘোড়ার মতন আমি।
এখন আমি কদম-কদম বিছানা জুড়ে
আড়াই গজ ছুটে যাচ্ছি, ফিরে আসছি,
এখন আমি ছেলের জন্যে ঘোড়ার মতন আমি।

দুই

কবে যে আমি ঘোড়া ছিলাম
আবার আমি ঘোড়া হলাম
এই কথাটা,
মধ্যখানে খোলামেলা
পদ্য-পাতা খেলেছে খেলা
এই কথাটা,
হয়তো কিছু অর্থহীন
কিন্তু বাবু, সময় দিন
যথাসময়,
এইতো কলম ঘোড়ার মতন
কদম-কদম, কদম-কদম
যথা সময়।

BANGLADARSHAN.COM

ভ্রাম্যমাণ

শোলার মুকুট, রাংতা, কবরীতে ছিলো না মল্লিকা
দীপশিখা
নেভেনি বাতাসে
বাতায়ন তলে দীর্ঘশ্বাসে
তুমি একা র'য়ে গেলে
ফেলে আসা, রেখে যাওয়া আসা যাওয়া তোমার বিকেলে।

BANGLADARSHAN.COM

অশোক গাছের ছায়া

অশোক গাছের ছায়া বাড়ির সম্মুখে,
কোন মুখে
তুমি সেই ছায়ায় দাঁড়াবে?
বাড়ির ভিতর থেকে অশোকের লোহিত ছায়ায়
যতো তাড়াতাড়ি যাওয়া যায়,

প্রপিতামহীর হাতে বোনা
দূরতম বসন্তের কুসুম ভাবনা
অশোকের সহজ স্বভাবে
যতো তাড়াতাড়ি ফুল ফোটাবে, ঝরাবে।

ঝরা ফুল তোমার কুন্তলে, চোখে, ঠোঁটে–
বসন্তে অশোক যদি ফোটে,
কোন মুখে দাঁড়াবে ছায়ায়
পঞ্চাশ বছর কাল বসন্ত বেলায়
চোখে মুখে অগোচরে
অনুরাগে ফুল ঝরে,
ফুল ঝ'রে যায়।

BANGLADARSHAN.COM

মার্জনা বা ক্ষমা

ক্ষমা করো, তুমি তো কারোরই জন্য ক্ষমাহীন নও।
সারাদিন কে যেন কানের কাছে ভন্‌ভন্‌ করে,
‘লাস্ট চান্স, এই বার ক্ষমা চাও,
এর পরে সুযোগ পাবে না’।

ক্ষমা করো
ক্ষমা এই কষায় শব্দটি
আমার বাঙাল উচ্চারণে
আজো কিন্তু কিছুতেই স্পষ্ট হ’য়ে আসে না।
বরং মার্জনা করো,
কিংবা তুমি নিজে বেছে নাও
মার্জনা বা ক্ষমা কিংবা যা ইচ্ছা তোমার
যা হোক একটা কিছু, শুধু এই, এই শেষবার।

BANGLADARSHAN.COM

মাঝে-মধ্যে ছায়া

মাঝে-মধ্যে ছায়া তাকে বলে,
‘তোমার বদলে
বটতলা, বাগান বা কাছারির বাড়ি
আমিই তো যেতে পারি, আমিও তো চিনি ডাকঘর,
লাল বাকসো, নীল চিঠি সেই যে সবুজ স্ট্যাম্প তোমার খবর
আমিও তো পৌঁছে দিতে পারি’।
ম্লান হেসে সে বলেছে, ‘কিন্তু আমি, আমি যে সংসারী
আমার সংসার মানে কাছারি, বাগানবাড়ি, লাল ডাকঘর
এ সব কিছুই নয়, কিছুই তো কিছু নয়,
হায় ছায়া, তুমি তার কতোটুকু রেখেছো খবর’!

BANGLADARSHAN.COM

প্রেম

তুমি কবে ব্যাঙেলে বেড়াতে গিয়ে হঠাৎ চার্চের
চার্চের ভীষণ প্রেমে প'ড়ে যাও, উচ্চশির গির্জার মহিমা
আমার কোথায় বলো বাবলাবন, গঙ্গার জোয়ারে
শ্যামনগরে পাটকলের চিমনি থেকে ধোঁয়াশুদ্ধ চাঁদ
হঠাৎ ছিটকিয়ে দেয় মাঝের আকাশে, প্রেমে পড়া
এই রকম স্বাভাবিক হ'লে ভালো ছিলো, ভালো ছিলো
ব্যাঙেলে বেড়ানো কিন্তু তুমি বারবার
বারবার মহিমা চেয়েছো।
চেয়েছো গির্জার ঋজু অহঙ্কার, উদাসীন
মলিন সন্ধ্যায় তুমি কুয়াশায় গির্জার বাগানে
আমের বনের মধ্যে অন্ধকারে প্রেম ভেবে যদি হাত ধরো

পরপারে পাটকলের চিমনি থেকে ধোঁয়া সুদ্ধ চাঁদ
লাফ দিয়ে পালিয়ে যায় অকূল আকাশে।

BANGLADARSHAN.COM

এবার বসন্তকালে

যেন প্রিয়তম যেন প্রাণেশ্বরী ছাড়া কোনো সম্বোধন নেই,
সব ডাক-বাকসো ভ'রে গেছে নীলে, গোলাপী চিঠিতে
ঝোলানো বারান্দা, পার্ক রাজপথ ছেয়ে গেছে যুগল ছবিতে
প্রেমিক-প্রেমিকা ছাড়া যেন পৃথিবীতে
আর কোনো অধিবাসী নেই,
ঠোঁটের স্পর্শের মতো সূক্ষ্ম শব্দ ছাড়া শব্দ ছাড়া শব্দ নেই,
যেন চোখে-চোখে,
অনুরাগ ছাড়া আর কোনো ভাষা নেই,
হাত ধরাধরি ক'রে যাওয়া ছাড়া কোনো গতি নেই,
ভালোবাসাবাসি ছাড়া
যেন কোনো কাজ নেই সোমত্ত যুবক-যুবতীর!

হিংসেয় বুক ফেটে যাচ্ছে এতো ভালোবাসা
ঘরে-ঘরে, পথে-পথে প্রিয়তম, প্রাণেশ্বরী
আমার সইবে না কিছুতেই।
এতো কানে-কানে, ঠোঁটে-ঠোঁটে, গালে
আহ্লাদের এতো কী হয়েছে,
গোলাপী চিঠির এতো মধুকথা কোথা থেকে আসে?
হিংসেয় বুক ফেটে যাচ্ছে,
এবার বসন্তকালে কোথায় পালাই!

BANGLADARSHAN.COM

দরজা খুললে

দরজা খুললে সমস্তই দেখা যাবে। কপাট না হয়
কিছুদিন বন্ধ থাক, আব্রু-পর্দা থাক কিছুদিন।
পর্দার পিছন দিকে নোংরা সংসারের কুটিকাটি,
শতচ্ছিন্ন ভালোবাসা, চিৎকার-কলহ কিছুদিন
ক্রমশ-মালায় থাক;

ততোদিন পুরানো শাড়িতে
বানানো মলিন পর্দা দরজায় ঝুলুক। এক ফাঁকে
বসন্তের হাওয়া এসে ঘরে ঢুকে ময়লা বিছানা,
কুলঙ্গিতে সরঞ্জাম, হতস্মৃতি বিবাহ উৎসব
উল্টে-পাল্টে দেখা যাবে,

‘কোথায় সে সাতান্ন সালের
ভালোবাসা, হে দম্পতি, সাতান্নয় একুশে ফাল্গুনে
রজনীগন্ধার গুচ্ছ, এক ঘর বন্ধুর চিৎকার
কোথায় এখন তারা?’

BANGLADARSHAN.COM

শিকারী কুকুরের সঙ্গে

জঙ্গলের ধারে বাড়ি, কুকুর ও বন্দুক
ছিলো আমার-ও স্বপ্ন।
ঝোপের ভিতরে বাঘ, পোড়া বারুদের গন্ধ
দ্রুত ছুটে যাওয়া পলাতক রক্তের ফোঁটায়
ছিলো স্বপ্নে আমার-ও চঞ্চলতা।

শুধু বিশেষ বাধা এই
ট্রিগার না ছুঁয়ে থাকলেও
আমার হাত এমনি-এমনিই কাঁপে
সে তুমিও ভালোভাবে জানো।

তবু বারবার কেন জঙ্গলের গল্পে ফিরে যাও।
বন্দুকের নল, রক্তের ফোঁটা
কেন আমাকে শিকারী কুকুরের সঙ্গে
কেন ছুটতে বলো?

BANGLADARSHAN.COM

ছয় মাস পর শাদা পাতা

এইরকম প’ড়ে থাকে পাতার পর পাতা,
মাইলের পর মাইল ধ’রে ছয় মাসের শূন্যতা।
বর্ণপরিচয়ের মতো সরল, নিষ্পাপ তোমার মুখ
একই মুখের হাজার-হাজার প্রিণ্ট
পাতার পর পাতা শূন্যতা।

এইরকম প’ড়ে থাকে ছ-মাস, বছর,
জীবন কেমন লম্বা-লম্বা মনে হয়,
ঘিরে থাকে সরল, নিষ্পাপ তোমার মুখ
দিনের পর দিন, মাইলের পর মাইল
ধু ধু শাদা শূন্যতা।

BANGLADARSHAN.COM

জলের ভিতরে

জলের ভিতরে ছায়া বলে, ‘সেই লাল,
পাথর-বসানো লাল নাকছাবি, যেন কতোকাল
তোমাকে দেখিনি, আহা, মিহি জামদানি
জরির নকশায় ঢেউয়ে ঢাকাই নৌকার দোল, কখন কী জানি,
কখন তলিয়ে গেছে লাল নাকছাবি,’
জলের ভিতরে ছায়া বলে, ‘আজো তোমাকেই ভাবি’।

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥